দৈনিক
জনকণ্ঠ

112

তারিখ 08 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চতর গবেষণা

উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মুক্তবুদ্ধিচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয় যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে জ্ঞানচর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তৈরি করেছে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কাজী মোতাহের হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, জিসি দেব প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মণীষা। স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার পাশাপাশি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গবেষণার সুযোগ। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং কয়েকটি নবপ্রতিষ্ঠিত বিভাগ বাদে প্রায় সবক'টি বিভাগে রয়েছে মাস্টার্স অব ফিলোসফি (এমফিল) এবং ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) পর্যায়ের নিয়মিত গবেষণা কোর্স। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কোন ছাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য এমফিল কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। গবেষক ছাত্রদের জন্যে ২৮০০/- মাসিক হারে কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর পিএইচডি কোর্সে ভর্তির জন্যে এমফিল ডিগ্রী অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কোন কলেজে তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এমফিল/পিএইচডি পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু গবেষকদের শিক্ষা-পর্যায়ে কোন তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এ প্রতিবেদকের সাথে আলোচনাকালে বলেন, এ শর্তটি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র হলেই ভাল শিক্ষক কিংবা ভাল গবেষক হতে পারবে এমন কোন কথা নেই। আবার তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত কোন ছাত্র কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীহীন কোন ছাত্রও গবেষণা ক্ষেত্রে ভাল অবদান রাখতে পারে। মুক্তবুদ্ধিচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গবেষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ না করলেও চলে। তবে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুমোদিত গবেষণাপত্রে প্রকাশনা থাকলেও অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Dhaka University studies, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, Bangla Academy Journal, বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা, শিল্প একাডেমী পত্রিকা, নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধ এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকাশিত জার্নালে লেখা প্রকাশ করতে নিবন্ধীকৃত গবেষক কিংবা শিক্ষক হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ শর্তটি মুক্ত গবেষণার দ্বারকে রুদ্ধ করে বলে একজন গবেষক মন্তব্য করেন।

এমফিল কোর্স দুই বছরের। প্রথম বছরে নিয়মিত ক্লাস করতে হয়। দ্বিতীয় বছরে একটি গবেষণা সন্দর্ভ তৈরি করতে হয়। এমফিল ডিগ্রীর পরে পিএইচডি করতে আরও দুই বছর সময় লাগে এবং সেখানেও দ্বিতীয় বর্ষে একটি গবেষণা সন্দর্ভ জমা দিতে হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন করার কৃতিত্ব খুব কম গবেষকই অর্জন করেছেন। তবু প্রতিবছর শতাধিক ছাত্র গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। একটি অতি পরিচিত এবং আধুনিক বিষয় হয়েও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্স এখনও চালু হয়নি। অতি উৎসাহী কয়েকজন গবেষক বাংলা বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা করছেন। এই বিভাগে এমফিল/পিএইচডি কোর্স চালু করা হলে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা নিয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে ছাত্রছাত্রীরা মনে করে। সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগে খোঁজ নিয়ে ভর্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

তপন বাগচী